যুগান্তর

তারিখ 17 OCT 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ক্লাসরুম সংকটেও ভালো ফল করছে শিক্ষার্থীরা

খোরশেদ আলম শিকদার

মাতুয়াইল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৃহত্তর ডেমরায় উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এ বিদ্যালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যালয়টিতে ক্লাসরুম সংকট সত্ত্বেও পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে শিক্ষার্থীরা। বিত্তবানদের পাশাপাশি গরিব শিক্ষার্থীরাও এ প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। পড়াশোনার পাশাপাশি আদর্শ মানুষ হিসেবেও শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হচ্ছে। আর এসব কৃতিত্বের মূলে রয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান মোল্লা, প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিভা এবং দূরদর্শিতা। যাত্রাবাড়ী থানার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের (ডিএসসিসি) ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে (সাবেক মাতুয়াইল ইউপির ২ নম্বর ওয়ার্ড) এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

সরেজমিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাতুয়াইল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

ওই এলাকায় কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকায় মাতুয়াইল ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিক্ষানুরাগী আনোয়ার হোসেন ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক ভবন, মালটিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, ইন্টারনেট কানেকশন সবই স্থাপন করা হয়েছে এ বিদ্যাপীঠে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কলেজে উন্নীত করারও চেষ্টা চলছে।

বিদ্যাপীঠে শিক্ষক রয়েছে প্রাথমিকে ২০ জন, মাধ্যমিকে ২৫ জন। বিদ্যালয়ে দিবা ও প্রাত দুই শিফটে ক্লাস নেয়া হয়। এতে প্রাথমিকে ছাত্র ৩৫০ জন, ছাত্রী ৩০০ জন এবং মাধ্যমিকে ছাত্র ৪০০ জন এবং ছাত্রী ৪৫০ জন অধ্যয়নরত। বিদ্যালয়ে একটি ছয়তলা, দুটি একতলা ভবন রয়েছে। এতে কক্ষ রয়েছে ১৪টি। তবে এসব কক্ষ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষায় এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ ৫২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ ৬০ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। ২০১৭ সালে এসএসসিতে ২৫ জন জিপিএ-৫সহ ৯৯ শতাংশ পাস করেছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. লুৎফর রহমান মোল্লা যুগান্তরকে বলেন, পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। উন্নত জাতি গঠনে শিক্ষকদের অবদান অনস্বীকার্য। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। কাজেই একজন শিক্ষক শিশুদের যে শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, শিশুরা তাই শিখবে। বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ একেএম ফজলুল হক খান যুগান্তরকে বলেন, মাতুয়াইল পশ্চিমপাড়া মৃধাবাড়ি এলাকার সর্বস্তরের মানুষ জরুরি মনে করে ১৯৮৫ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। ঢাকা-৫ আসনের এমপি আলহাজ হাবিবুর রহমান মোল্লা তখন থেকেই বলে আসছেন এই বিদ্যালয়টি আমার স্কুল। সে সময় তিনি ইউপির চেয়ারম্যান থাকাবস্থায় বিদ্যালয়ে বিলাতি দুধ, ছাতু দিয়ে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর একের পর এক ভবন স্থাপনে বিশেষ অবদান রাখছেন। আগামীতে আরও ভালো ফলাফল করবে এ প্রতিষ্ঠান। সেজন্য তিনি সবার সহযোগিতা চেয়েছেন।